দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...
DEC 06 2002

বিজ্ঞান ক্লাব অনুসন্ধিৎসু চক্র

শিশুটির জন্ম হয়েছিল ১৯৭৫-এর শেষের দিকে। এরপর হাঁটি-হাঁটি পা পা করে চলা। একটু টলোমলো পদক্ষেপ, বদ্ধ মুঠিতে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার দৃঢ় প্রচেষ্টা। এরপর আর থেমে থাকেনি পথ চলা। পেরিয়ে এসেছে সে অনেকটা পথ। হ্যাঁ, একদল জ্ঞানপিপাসু তরুণের গড়া অনুসন্ধিৎসু চক্রটি আজ ২৫ বছরের টগবগে যুবক। স্বাধীনতার পরবর্তী যে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, তারই সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গড়ে উঠেছিল 'অনুসন্ধিৎসু চক্র'। তবে এই ২৫ বছরে ক্লাবটি শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রমের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি, সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সামাজিক কার্যক্রমেও এই ক্লাবের সদস্যদের রয়েছে এক আলোকিত ইতিহাস। ১৯৭৫-এর শেষদিকে জ্ঞানকে পাঠ্যপুস্তকে সীমিত না রেখে ব্যাপকভাবে চর্চার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান ক্লাব। কিছুদিন পর সবার সহযোগিতায় প্রকাশিত হয় মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা ১৯৮১ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একমাত্র অনুসন্ধিৎসু চক্র অংশগ্রহণ করে এবং সম্মিলিতভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই ক্লাবেরই সদস্যদের চেষ্টায় তৈরী হয় দেশের সর্ববৃহৎ অ্যাস্ট্রো টেলিস্কোপ, যা জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া সূর্য ঘড়ি তৈরী, দেশের প্রথম মানমন্দিরটির ডিজাইন তৈরী এই ক্লাবের সদস্যদেরই কীর্তি।

অনুসন্ধিৎসু চক্রের দীর্ঘ ২৫ বছরের বিজ্ঞান আন্দোলনে যেসব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে স্ক্যাব (সায়েন্স ক্লাব এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) গঠন। দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে একটি বড় প্লাটফর্মে নেওয়ার লক্ষ্যে এবং সম্মিলিতভাবে দেশের বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর অধিকার আদায়ের জন্য অনুসন্ধিৎসু চক্র এটি গঠন করে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৯০ টি ক্লাব স্ক্যাব-এর সাথে যুক্ত।

মূলত জ্ঞান লাভের জন্য এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্যই তার এই ক্লাবে সবার আসা। সারা দেশে অনুসন্ধিৎসু চক্রের এরকম কয়েক হাজার কর্মী সদস্য রয়েছে।

তবে অনুসন্ধিৎসু চক্রটি সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় ঢাকার মান্ডা এলাকাতে ৭০/৮০ টি পরিবারের খাবার খরচ যুগিয়েছে ক্লাবের সদস্যদের সহযোগিতায়। গত তিনবছর যাবৎ উত্তরবঙ্গের শীতার্ত মানুষের জন্য এলাকা এলাকা থেকে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করে তাদের কাছে পৌছে দিচ্ছে। ফলে বর্তমানে তারা আরও ব্যাপকভিত্তিতে বিভিন্ন বাড়ি, স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করছে, এর জন্য স্ক্যাবও চক্রকে সহযোগিতা করছে। তবে এতো কার্যক্রমের পরেও ক্লাবের সভাপতি জানালেন, তাদের বিজ্ঞান ক্লাবটিতে 'নাই' এর

অনুসন্ধিৎসু ক্লাব বন্যায় ত্রাণ কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে

তালিকাই বেশী। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টাকা-পয়সা, প্রয়োজনীয় জায়গা কিছুই তাদের নেই। এলাকারই একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি জনাব আইয়ুব আলী তার বাড়ির একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। ক্লাবের প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সদস্য নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে কাজ করছে। কিন্তু এভাবে তো কোন বিজ্ঞান ক্লাব চলতে পারে না। এর জন্য অনুসন্ধিৎসু চক্রের সকলের সহযোগিতা দরকার। যোগাযোগের ঠিকানাঃ ৪৮/১, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪, ফোনঃ ৭২০০৬৩৭।

□ ফকরউদ্দীন জুয়েল